যুগান্তর

তারিখ 8 FEB 2012
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

মোঃ ইয়াছিন মজুমদার

মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ঘাড়ে সিলেবাসের বোঝা

মাদ্রাসা শিক্ষাকে সংস্কার, যুগোপযোগী ও আধুনিক করার লক্ষ্যে সম্প্রতি মাদ্রাসার দাখিল ও আলিম স্তরে বাংলা ২০০ এবং ইংরেজি ২০০ নম্বর করা হয়েছে। সে হিসাবে একজন মাদ্রাসা ছাত্রকে ১৩০০ নম্বরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে অথচ একজন স্কুলছাত্র ১১০০ নম্বরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। মাদ্রাসায় এর আগে ১১০০ নম্বরের পরীক্ষার বিষয়গুলো ছিল বাংলা, ইংরেজি, সমাজবিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, কৃষি/কম্পিউটার, কোরআন, হাদিস, আরবি প্রথম, আরবি দ্বিতীয়, ফিকাহ। প্রতিটিতে ১০০ নম্বর করে অর্থাৎ সাধারণ বিষয়ের ৬০০ নম্বর ও আরবি বিষয়ের ৫০০ নম্বর। এ সিলেবাসে পরীক্ষা দিয়ে মাদ্রাসার শত শত ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ইংরেজি, অর্থনীতি, আইনসহ বিভিন্ন বিষয়ে ভর্তি হয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে অনার্স, মাস্টার্স করে বিভিন্ন উচ্চপদে ও পেশায় নিয়োজিত হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ করে মাদ্রাসা ছাত্রদের ভর্তি ঠেকাতে বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয় দাখিল ও আলিমে বাংলা ২০০ ও ইংরেজি ২০০ নম্বর শর্তারোপ করে। এর বিরুদ্ধে ছাত্ররা আদালতের আশ্রয় নিলে আদালত এ শর্তকে বেআইনি ঘোষণা করে। কিন্তু দেশের উচ্চ বিদ্যাপীঠগুলোর সম্মানিত পদে আসীন থেকে কর্তৃপক্ষ আদালতের সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়ন করেনি। যার ফলে মাদ্রাসায় বাংলা ২০০ এবং ইংরেজি ২০০ নম্বর করা। স্কুলের ছাত্র একটি বিদেশী ভাষা ইংরেজি শিখতে গিয়ে হিমশিম খায় এবং এ বিষয়ে বেশি অকৃতকার্য হয়, অথচ মাদ্রাসার ছাত্রের দুটি বিদেশী ভাষা শিখতে হয়, ইংরেজি এবং আরবি। এক্ষেত্রে ইংরেজি, বাংলা ২০০ নম্বর করে করা— বোঝার ওপর শাকের আঁটি। এর আগে ১০০ নম্বর করে পড়ে যদি মাদ্রাসার ছাত্র ভর্তি পরীক্ষায় মেধার পরিচয় দিতে পারে তবে বর্তমানে কেন পারবে না? কেন অতিরিক্ত সিলেবাসের ভারে আক্রান্ত করে মাদ্রাসার মৌলিক শিক্ষা কোরআন-হাদিসের ওপর গভীর জ্ঞান অর্জনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা হবে।

বর্তমান অষ্টম শ্রেণীর জেডিসি ও ইবতেদায়িপঞ্চম সমাপনী পরীক্ষার সিলেবাস ও স্কুলের পঞ্চম শ্রেণী সমাপনী ও ৮ম জেএসসি পরীক্ষার সিলেবাস মিলিয়ে দেখলে যে কেউ বুঝতে পারবে, মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা সিলেবাসের ভারে ন্যুব্জ। এর প্রভাব ফলাফলেও দেখা যাচ্ছে। মাদ্রাসার ছাত্র ভালো আলেম হবে এটাই মূলত কাম্য। সাধারণ শিক্ষার জন্য দেশে স্কুল-কলেজের অভাব নেই। তাছাড়া কেউ আলেম না হয়ে সাধারণ শিক্ষায় চলে যেতে চাইলে মাদ্রাসার যে কোন ক্লাস থেকে চলে যেতে পারে। সেহেতু মাদ্রাসা ছাত্রদের সাধারণ বিষয়গুলোর বোঝা কমিয়ে কোরআন-হাদিসের গভীর জ্ঞান অর্জনের মতো সিলেবাস বহাল রেখে তাদের ভর্তি, চাকরিসহ সব ক্ষেত্রে স্কুল-কলেজ ছাত্রদের মতো পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সমান সুযোগ দেয়া হোক। মাদ্রাসার ছাত্ররা করুণা চায় না, মেধায় যদি তারা আসতে পারে, সেই ন্যায্য অধিকারটুকু চায়।

অপরদিকে সিলেবাস বিন্যাস, শ্রেণীবিন্যাসে নতুন শিক্ষানীতিতে মাদ্রাসা শিক্ষার কিছু ক্ষতিকর দিক রয়েছে। যেমন একটি হাইস্কুলে ছাত্র জোগানদানের জন্য অনেক প্রাইমারি স্কুল রয়েছে কিন্তু একটি মাদ্রাসায় ছাত্র জোগানদানের জন্য স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা নেই বললেই চলে। তবু স্কুলের প্রাইমারির গণ্ডি পেরিয়ে কিছু ছাত্র মাদ্রাসায় ভর্তি হয়। নতুন শিক্ষা নীতিতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাইমারি করা হয়েছে। অষ্টম শ্রেণীর প্রাইমারি উত্তীর্ণ হয়ে কেউ মাদ্রাসায় ভর্তি হতে আসবে না। এদেও সে মাদ্রাসা শিক্ষার কিছু বুঝতে সুক্ষম হবে না এভাবে মাদ্রাসার ছাত্ররা সংকটে পড়বে। বর্তমানের দশম শ্রেণীর কেন্দ্রীয় পরীক্ষা ৮ম শ্রেণীতে হবে অপরদিকে বর্তমানের ১২ বছরে দ্বাদশ শ্রেণীর (ইন্টার) পরীক্ষার মতো ১২ বছরে একটি কেন্দ্রীয় পরীক্ষা হবে অর্থাৎ ক্লাসের সংখ্যা কম-বেশি হবে না, ছাত্রছাত্রীদের শ্রমও কমবে না, অল্প সময়ে বেশি জ্ঞান অর্জন হবে এমনও নয়। শুধু একটি কেন্দ্রীয় পরীক্ষা একশ্রেণীর পরিবর্তে অন্য শ্রেণীতে হবে। ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাইমারি করতে প্রাইমারি স্কুলগুলোর শ্রেণী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রেণীকক্ষ তথা অবকাঠামো নির্মাণসহ এ খাতে ব্যয় ধরা হল ৬৮ হাজার কোটি টাকা। আমার দৃষ্টিতে এত বিশাল ব্যয়ে স্কুল থেকে মাদ্রাসায় ভর্তি কমানো ছাড়া অন্য কোন সুবিধা বয়ে আনবে না।

একটি গল্পে পড়েছিলাম, এক রাজার পোষা বাজপাখি শিকারের পেছনে ছুটতে গিয়ে এক কিষানীর বাড়িতে গিয়ে বসে। রাজার বাজপাখি দেখে কিষানী তাকে ধরে দেখল তার নখগুলো খুব বড় বড়, ঠোঁট লম্বা বাঁকা। সে ভাবল রাজা রাজকার্যে ব্যস্ত থাকায় পাখিটিকে যত্ন করার সময় পায় না তাই সে নখ, ঠোঁট কেটে সমান করে দিল। কিন্তু এর ফলে পাখিটি শিকার ধরার ও শিকার ছিঁড়ে খাওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল। এটা বোকা কিষানী বুঝতে পারল না। মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণের অজুহাতে সাধারণ শিক্ষার বোঝা চাপিয়ে দেয়া হলে বিষয়টি এমনই হবে। তাই অযৌক্তিক শর্তারোপ করে মাদ্রাসা ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ঠেকিয়ে রাখার অপচেষ্টা বন্ধকরণ, শিক্ষানীতিতে মাদ্রাসার জন্য ক্ষতিকর দিকগুলো দূরীকরণ ও সাধারণ বিষয়ের বোঝা লাঘবে মাদ্রাসা সংগঠনগুলোর জোর ভূমিকা আশা করি।

মোঃ ইয়াছিন মজুমদার : *একটি দাখিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ*